এরা তো ফার্মের মুরগি, একটু বৃষ্টিতে ভিজলেই জ্বর চলে আসবে: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী এহসানুল হক মিলন। ছবি: সংগৃহীত

টানা বৃষ্টি, জলাবদ্ধতা এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও এইচএসসি পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনার মুখে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরই মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের সঙ্গে এক পরীক্ষার্থীর কথোপকথনের একটি অডিও-ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) রাজধানীর সায়েন্সল্যাবসহ বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষার্থীরা সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। তাদের দাবির মধ্যে রয়েছে পরীক্ষার সময়সূচি পুনর্বিবেচনা এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে একজন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলতে শোনা যায় শিক্ষামন্ত্রীকে। কথোপকথনের এক পর্যায়ে তিনি শিক্ষার্থীদের শারীরিক দুর্বলতা প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করেন, যা প্রকাশ্যে আসার পর ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

জানা গেছে, রাজধানীর একটি কলেজের এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে এই কথোপকথনটি হয়। শিক্ষার্থীর অভিভাবকের উদ্যোগে হোয়াটসঅ্যাপ কলের মাধ্যমে মন্ত্রীর সঙ্গে তার কথা হয় এবং পরবর্তীতে সেই আলাপের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

কথোপকথনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষা স্থগিতের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তবে জেলা প্রশাসন ও আবহাওয়া সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনায় পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এর জবাবে শিক্ষার্থী জানায়, কয়েকদিনের ভারী বর্ষণে অনেক পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং বৃষ্টির মধ্য দিয়ে কেন্দ্রে যেতে গিয়ে ভোগান্তির শিকার হয়েছে।

পরীক্ষার রুটিন নিয়েও শিক্ষার্থীরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে কঠিন ও দীর্ঘ সিলেবাসের বিষয়গুলোর মাঝে পর্যাপ্ত বিরতি না থাকায় প্রস্তুতি নিতে সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়।

জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, রুটিন তৈরির আগে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল এবং শুরুতে আরও ঘন ঘন পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা বিবেচনায় বিষয়ভিত্তিক বিরতি রাখা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পরীক্ষা পেছানোর বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়া অধিকাংশ পক্ষ চলমান সূচি বজায় রাখার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। ফলে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বর্তমান সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিকে ভাইরাল হওয়া মন্তব্য নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানতে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।